ডিআরপিএ বাস্তবায়নের নির্দেশক স্কেল

ঘ। ডিআরপিএ এর অধীনে প্রত্যাশিত অভিযোগকারীকে সহায়তা দান

এই কার্যাবলীর উদ্দেশ্য হ'ল ডিআরপিএর অধীনে প্রত্যাশিত অভিযোগকারীকে সহায়তা করা, যেমন– লিগ্যাল এইড ক্যাম্প, ৩৬ ধারার অধীনে আবেদন ও ৩৭ ধারার অধীনে পিটিশন করে ডিআরপিএ এর অধীনে স্বীকৃত অধিকারসমূহ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনী সহায়তা দান করা। নিম্নলিখিত স্কেল অনুযায়ী আপনার জেলায় ৩৬ ধারার অধীনে আবেদন প্রক্রিয়ারক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতার বিষয়টি মূল্যায়ণ করুন এবং আপনার মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

১ – জেলার বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই ৩৬ ধারার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অসচেতন অথবা এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতেও আগ্রহী নয়।

২ – জেলার কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ৩৬ ধারার আবেদন করার সুযোগ থাকার বিষয়ে অবগত আছেন কিন্তু তারা কিভাবে অভিযোগ ফরম পূরণ করবে সে বিষয়ে জানেন না।

৩ – জেলার কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ৩৬ ধারার আবেদনের সুযোগ থাকার বিষয়ে অবগত আছেন কিন্তু তারা মনে করেন জেলা কমিটি তাদের অভিযোগটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে না অথবা কমিটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সক্ষম হবে না।

৪ – জেলার কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জানেন কিভাবে ৩৬ ধারার আবেদন প্রক্রিয়াটি ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু তারা অভিযোগ দায়ের করার ফলে নেতিবাচক পরিণাম সম্পর্কে ভীত হন। যেমন – পারিবারিক বা রাজনৈতিক চাপের কথা ভেবে তারা ৩৬ ধারায় আবেদন দাখিল করতে ভয় পান।

৫ – জেলার কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জানেন কিভাবে ৩৬ ধারার আবেদন করতে হয় এবং আবেদন দাখিল করার উদ্যোগও নিয়েছেন। কিন্তু তারা মনে করেছেন আবেদনটি সম্পন্ন করা তাদের জন্য কঠিন। যেমনঃ তারা অধিকার লঙ্ঘনের প্রমান দিতে পারেননা। অথবা আবেদন দাখিল করার প্রক্রিয়াটিতে সহায়তা প্রদানের জন্য আইনজীবীর অভাব বা অভিজ্ঞ আইনজীবীদেও সহায়তার অভাববোধ করেছেন।

৬ – জেলার কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কিভাবে ৩৬ ধারার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে জানেন এবং অভিযোগ দায়ের করতে চান এবং তাদের সহযোগিদের যেমন, আইনজীবী বা ডিপিও নেতার কাছেও যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করা এবং সঠিক সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা অথবা এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যে খরচ (যেমন, আইনজীবীর খরচ, যাতায়াত, ইত্যাদি) সেই খরচ বহন করা তাদের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৭ – জেলায় ৩৬ ধারায় কমপক্ষে একটি আবেদন পত্র সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু অভিযোগ দাখিলের পদক্ষেপসমূহ কমিটির কাছে স্পষ্ট নয় (যেমন, সমাজসেবা অফিসার ৩৬ ধারার আবেদন গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায় বা স্থানীয় সমাজসেবা কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিলের সুনির্দিষ্ট কোন জায়গা/দপ্তর নেই)।

৮ – জেলায় ৩৬ ধারায় কমপক্ষে একটি আবেদনপত্র সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু জেলা কমিটি সঠিক প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করছেন না এবং বিভিন্ন কারণে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। যেমন: কমিটির সদস্যরা নিয়মিত বৈঠক করেন না, কমিটির সদস্যরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিপক্ষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, কমিটির সদস্যরা প্রভাবশালী সংপ্রদায়ের সদস্যদেরকে বিরক্ত করতে চান না ইত্যাদি।

৯ – জেলায় ৩৬ ধারায় একটি বা একাধিক আবেদনপত্র দাখিল করা হয়েছে। জেলা কমিটির সদস্যরা দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রদান করতে পারছেন না কিংবা কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সক্ষম হচ্ছেনা কিংবা ডিআরপিএতে তালিকাভুক্ত অধিকারের অর্থ নিয়ে সদস্যগণ বিভ্রান্ত।

১০ – জেলার অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ডিআরপিএর প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হয়, সে বিষয়টি জানেন, তারা জেলা ডিআরপিএ কমিটিকে একটি ন্যায্য ও প্রবেশগম্য ফোরাম হিসাবে দেখেন যেখানে তাদের কথাগুলো শোনা হবে এবং একাধিক ব্যক্তি ডিআরপিএর ৩৬ ধারার অধীনে অভিযোগ দায়ের করবেন এবং ডিআরপিএ এর অধীনে অধিকারগুলো প্রয়োগের কিছুক্ষেত্রে (সম্ভবত সবগুলোতে নয়) সফলও হবেন।